বর্তমান
কলকাতা, শনিবার ১০ জুন ২০১৭, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪

দেশে প্রথম, লাইব্রেরি সায়েন্সে স্নাতক কোর্স চালু হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: দেশের মধ্যে প্রথম লাইব্রেরি এবং ইনফরমেশন সায়েন্সে বিএ, বিএসসি অনার্স কোর্স চালু করছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। স্নাতকস্তরের কোর্স হলেও আপাতত তার ক্লাস হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স বিভাগেই। বিভাগীয় প্রধান অরবিন্দ মাইতি জানিয়েছেন, পাশ কোর্সের বিষয়গুলি পড়ানোর জন্য আপাতত সিটি কলেজ এবং বিদ্যাসাগর কলেজের সঙ্গে কথা হয়েছে। কারণ, আমাদের সব বিষয়ের পাশ পেপার পড়ানোর মতো পরিকাঠামো নেই। কিন্তু যে শিক্ষক যে পেপার পড়াবেন, তিনি কলেজের হলেও তাঁকে দিয়েই প্রশ্নপত্র তৈরি এবং পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ণ করাতে হবে নিয়ম অনুযায়ী। পাশ পেপার যে বিষয় নেওয়া হবে, তার উপরই নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া বিএ না বিএসসি ডিগ্রি পাবেন। আপাতত ২০টি আসন রয়েছে। ১৯ জুন পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রার্থীরা। প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে ২৪ জুন।

এতদিন রাজ্যে বা দেশের কোথাও ওই কোর্সে স্নাতকস্তরের ডিগ্রি দেওয়া হত না। ব্যাচেলর অব লাইব্রেরি সায়েন্সও আসলে স্নাতকোত্তর কোর্স। কারণ সেখানে ভরতি হতে গেলে কোনও বিষয়ে স্নাতক হতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেই পড়ুয়ারা ভরতি হতে পারবেন। দপ্তরের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজি কাউন্সিলেও কোর্সটির যাবতীয় তথ্যাদি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এক-দু'বছরের মধ্যেই কোর্সটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরে চলে যাবে কলেজগুলির কাছে। ফলে একটি নতুন বিষয়ের উপর সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি কোর্সে পড়ুয়া ভরতি করতে পারবে কলেজগুলিও।

এতদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইন্টিগ্রেটেড কোর্স ছিল। কিন্তু তিনটি কোর্সের সমন্বয় হওয়ায় ইউজিসি তাতে আপত্তি জানায়। তাদের বক্তব্য ছিল, সর্বোচ্চ দু'টি কোর্সকে জুড়ে ইন্টিগ্রেটেড করা যাবে। তার পরেই বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নেয় কোর্সটিকে ভেঙে আলাদা করার। পাওয়া যায় ইউজিসির অনুমোদনও। পাশাপাশি বিলিবএসসি এবং এমলিবএসসি ইন্টিগ্রেটেড কোর্সটিও থাকছে। এই বিএ, বিএসসি অনার্স কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা যতদিন না পাশ করছেন, ততদিন যে কোনও বিষয়ের সাম্মানিক স্নাতকরাই এই পাঠ্যক্রমে ভরতির জন্য আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু লাইব্রেরি সায়েন্সে বিএ, বিএসসি পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা যখন পাশ করে বেরবেন, তখন তাঁদের জন্য ৬০ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে ইন্টিগ্রেটেড কোর্সটিতে। বাকি ৪০ শতাংশ খোলা থাকবে কলকাতা বা অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তাঁদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ভরতি হতে হবে।